দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... OCT 28 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম ... ...

কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত দেশে ৫টি নতুন উৎপাদনমুখী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১টি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এর অর্থনীতির ভিত সার্বিক কৃষি সেক্টর। আধুনিক উচ্চতর কৃষিশিক্ষা এবং আধুনিক কৃষি গবেষণা সার্ভিস কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। অনুরূপভাবে শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে কৃষি বিপ্লব। ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারের আমল হতেই উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা সার্ভিস অবহেলিত হয়ে আসছে। বাংলা প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মরহুম শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হকের দীর্ঘ অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৩৮ সালে প্রাদেশিক কৃষি বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে তদানীন্তন প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ফার্মে একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা অধিভুক্ত কৃষি অনুষদ ছিল এবং কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে ডীন ছিলেন (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অনুরূপ)। পাকিস্তান কৃষি কমিশন (১৯৫৯)-এর ভুল সুপারিশে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজকে প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের পরিবর্তে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। অপরপক্ষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র (Indo-American) যৌথ কৃষি শিক্ষা কমিশনের (১৯৬০) সুপারিশে ভারতে প্রতিটি প্রদেশে একটি কৃষি/কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৭টি কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২টি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মহারাষ্ট্র প্রদেশে ৪টি আঞ্চলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসরণে ভারতে প্রতিটি প্রদেশে সমন্বিত উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, প্রাদেশিক/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা সার্ভিস, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা সার্ভিস এবং অগ্রণী চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিসের দায়িত্ব ন্যস্ত করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রাদেশিক/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কৃষি/কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে হস্তান্তর করে বিগত ২০ বছরে ভারত কৃষি সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। ভারতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাষী প্রশিক্ষণ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বতন ২৭টি কৃষি কলেজকে কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে এবং বাকি কৃষি কলেজগুলোকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানেও অনুরূপভাবে পূর্বতন ৩টি কৃষি কলেজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত করে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গবেষণা সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তর না করায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুরূপ কৃষি সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে কোন উল্লেখযোগ্য সরাসরি অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। অনেকেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি ক্ষেত্রে অবদান না রাখার জন্য দোষারোপ করে থাকেন যার কোন যৌক্তিকতা নেই। উল্লেখ্য, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোকে ৪টি পৃথক পৃথক বিআইটি হিসেবে (মূলতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে) রূপান্তরিত করা হয়েছে।

IPGMR-কে অধুনা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করে শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Post Graduate medical University) রূপান্তরিত করা হয়েছে। IPSA কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে যা যুক্তিসংগত নয়।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন (১৯৯৭) ২টি কমিশনের কোনটিই দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেনি। তবুও বৃহত্তর ১২টি জেলায় ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত ৫টি অনুষদের মধ্যে একটি faculty of Agriculture and mineral science খোলার Provision রাখা হয়েছে। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ই নতুন ক্যাম্পাসে নতুনভাবে স্থাপনের একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন। কোন কৃষি কলেজকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার Provision রাখা হয়নি। সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কৃষি অনুষদ খোলা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো মূলত ঃ সাধারণ বিজ্ঞান (General science) বিশ্ববিদ্যালয়। Engineering Faculty না থাকায় প্রযুক্তি নামকরণ করা সঠিক হয়নি। কৃষি বিজ্ঞান, Engineering বিজ্ঞান এবং Medical বিজ্ঞান এবং Medical বিজ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্র Applied science এবং প্রযুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে Engineering Faculty and Medical Faculty খোলার ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কৃষি অনুষদ খোলা হলে কৃষি শিক্ষা ও কৃষিবিদদের downgradation করা হবে। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত কৃষি গ্যাজুয়েটদেরকে Engineer-দের সমতুল্য প্রদত্ত Status সাধারণ বিজ্ঞানীদের সাথে সমমূল্যায়ন করে অদূর ভবিষ্যতে অবমূল্যায়ন করার আশংকা করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কৃষি গ্র্যাজুয়েটদেরকে Engineerদের সমতুল্য ৫ম গ্রেড বেতনক্রম এবং প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করে এই উপমহাদেশে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। উহা যাতে ভবিষ্যতে কোন মতেই অবমূল্যায়ন করা না হয় সেই বিষয়ে আপনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন Faculty of Agriculture চালু করতে প্রতিটিতে ৫০ কোটি হিসেবে কমপক্ষে ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। Food deficit এবং জনবহুল বাংলাদেশে সার্বিক কৃষি উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি গবেষক ও সম্প্রসারণবিদ তৈরির লক্ষ্যে ভারতের কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে ৫টি আঞ্চলিক নতুন কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট বিভাগে ১টি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা একান্তভাবে প্রয়োজন যা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এবং কৃষি সেক্টরে বৈদেশিক সাহায্য এবং technical assistance পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজশাহী বিভাগে দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ, বরিশাল বিভাগে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, ঢাকা বিভাগে ঢাকাস্থ কৃষি কলেজ ৩টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সিলেট বিভাগে পশু চিকিৎসা কলেজকে পশু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিক করতে হবে। খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে নতুন ২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। তথা মোট পাঁচটি কৃষি ও একটি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি সেক্টরে জরুরি ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক ইপসা) একটি স্বতন্ত্র Postgraduate কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রূপে চালু থাকবে। সমন্বিত কৃষি শিক্ষা, কৃষি

ব্যবহৃত হয়েছে। পটুয়াখালী কৃষি কলেজের অবস্থা একই রূপ। নতুন ৫০ একর জমি কৃষি খামারে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে কলেজ ২টিতে কৃষি খামার নেই বললেই চলে এবং মাঠে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই কৃষিবিদ তৈরি করা হচ্ছে যা মোটেই কাম্য নয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ চালু করার লক্ষ্যে কমপক্ষে কৃষি খামারের জন্য ১০০ একর মূল্যবান জমি চাষীদের নিকট হতে অধিগ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোট জমির প্রয়োজন হবে ১৭৫ (৭৫+১০০) একর বিধায় কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করে জমির কোন সাশ্রয় হচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক (ECNEC) সভায় ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত প্রকল্পের Provision মোতাবেক এবং দিনাজপুরে এক জনসভায় এবং পটুয়াখালীর এক জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রস্তাবিত ১২টির মধ্যে বৃহত্তর দিনাজপুরে এবং বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় পৃথক পৃথক ২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। অত্র বিশ্ববিদ্যালয় ২টিতে কোন কৃষি অনুষদ থাকবে না। কৃষি অনুষদের পরিবর্তে Faculty of Business Administration খুলতে হবে।

প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সার্বক্ষণিক ১ জন ভাইস চ্যান্সেলর, ১ জন প্রো-ভিসি (শিক্ষা), ১ জন প্রো-ভিসি (গবেষণা) এবং ১ জন প্রো-ভিসি (সম্প্রসারণ শিক্ষা ও বীজ উন্নয়ন) নিয়োজিত থাকবে। একটি অঞ্চলের কৃষির সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকার কারণেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে। বিএআরসি'এর সাংগঠনিক কাঠামো Reorganise ও জোরদার করে Agriculture Education, research and Technology Transfer council পুনঃনামকরণ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে (ICAR)- এর অনুরূপ)। প্রস্তাবিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাস্তবায়নে Bangladesh-USA, Bangladesh-India, Bangladesh-Japan এবং Bangladesh-Netherlands যৌথ ৪টি পৃথক কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪), জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭) এবং জাতীয় কৃষি কমিশন (১৯৯৯) তিনটি কমিশনই দেশে নতুন নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর সুপারিশ করেছেন। জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭) বিশেষভাবে চালু কৃষি কলেজগুলোকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশের আলোকে IPSAকে অধুনা কৃষি